16 MAY 2017

ভিসি প্রো-ভিসি ছাড়াই চলছে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

■ ইকবাল হোসেন, *রংপুর*

উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদ শূন্য বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। গুরুত্বপূর্ণ এ তিন পদ ফাঁকা রেখেই চলছে প্রশাসনিক সব কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নয় বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন উপাচার্য দায়িত্ব পালন করে গেলেও নিয়োগ দেওয়া হয়নি গুরুত্বপূর্ণ উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ দুটি পদে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নুর-উন-নবী চার বছর দায়িত্ব পালন করে ৫ মে মেয়াদ শেষ করে চলে যান। তার আমলেও তিনি উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদে কাউকে নিয়োগ দিয়ে যাননি। পদগুলো ফাঁকাই ছিল। ওই পদের কাজগুলো তিনি নিজেই দেখভাল করতেন।

অধ্যাপক ড. একেএম নুর-উন-নবী চলে যাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিতে পারে– এ আশঙ্কা শিক্ষক ও প্রশাসিক কর্মকর্তাদের। তাই তারা দ্রুত এসব শূন্য পদ পূরণ করার দাবি জানিয়েছেন। এদিকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে গতকাল সোমবার থেকে পুরোদমে শুরু হয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. একেএম নুর-উন-নবীকে ২০১৩ সালের ৬ মে চার বছরের জন্য বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। চলতি বছরের ৫ মে তার মেয়াদ শেষ হয় এবং তিনি চলে যান। তিনটি পদ ফাঁকার কারণে আর্থিক অনুমোদন, সিন্ডিকেট সভা, শিক্ষা ছুটি, প্রমোশন আবেদন, শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ, সনদ প্রদানসহ নানা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আপেল মাহমুদ জানান, এখন গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদই ফাঁকা। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

ভিসি প্রো-ভিসি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

এতে করে প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়বে। তিনি দ্রুত একজন মুক্তিযুদ্ধে সপক্ষের অভিজ্ঞ উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, ওই তিনটি পদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে যোগ্য লোকেরও অভাব রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. তুহিন ওয়াদুদ বলেন, আমরা চাই রাষ্ট্রপতি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সৎ ও যোগ্য একজন উপাচার্য নিয়োগ দেবেন, যাতে নবীনতম এ বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি আন্তর্জাতিকমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে পারেন। এতে এ অঞ্চলের মানুষ যে আশা নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি পেয়েছে, তা পূরণের পথ সুগম হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ ইব্রাহীম কবীর সাংবাদিকদের বলেন, তিনটি পদ ফাঁকা রয়েছে। এতে করে কাজের তো ব্যাঘাত ঘটবে। এর পরও আমার ওপর যেসব দায়িত্ব রয়েছে, বিশেষ করে প্রশাসনিক কাজ, তা সাধ্যমতো চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালি.
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর